যুগান্তর

তারিখ 16 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি

সমাপনীতে ৩১ লাখ পরীক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

এবার প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ৩০ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬ পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রাথমিকে ২৮ লাখ ৪ হাজার ৫০৯ জন ও ইবতেদায়িতে ২ লাখ ৯১ হাজার ৫৬৬ জন অংশ নিচ্ছে। উভয় পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবার ১ লাখ ৩৬ হাজার পরীক্ষার্থী কমেছে। পরীক্ষা ১৯ নভেম্বর শুরু হবে। শেষ হবে ২৬ নভেম্বর। বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পরীক্ষা সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

সমাপনীতে ৩১ লাখ পরীক্ষার্থী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষাকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা অনিয়ম-দুর্নীতি করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার পরীক্ষাকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা অনিয়ম-দুর্নীতি করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার যতদিন চাইবে, ততদিনই এ পরীক্ষা দুটি অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তর অবশ্যই অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হবে। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, অবকাঠামোসহ সব সমস্যা মোকাবেলা করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দুই মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্ব বিলম্বের কারণ কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার ইস্যুতে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তিনি বলেন, তার ও শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্ব নেই। প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কয়েক বছর ধরে কোনো প্রশ্নফাঁস হয়নি। তবে একটি গোষ্ঠী আছে যারা প্রমাণ করতে চায়, শিক্ষা ব্যবস্থা রসাতলে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রশ্ন ফাঁসরোধে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে স্মার্ট ফোন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা নিয়োজিত থাকবেন। আরেক প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফিজুর বলেন, ভর্তি ও ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে আগে নানা ধরনের অসঙ্গতি ছিল। উপবৃত্তিকেন্দ্রিক ভুয়া ভর্তি ছিল। অনলাইনে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মোবাইল ফোন ব্যাংকিংয়ে উপবৃত্তি দেয়ায় অনেক ঘাটতি দূর হয়েছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেরিয়ে আসছে। শিক্ষার্থী কমবেশি হওয়া সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ১২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৮৫ জন ছাত্র এবং ১৫ লাখ ৪ হাজার ৫২৪ জন ছাত্রী। গত বছরের তুলনায় সমাপনীতে ১ লাখ ২৬ হাজার ৬৪ জন শিক্ষার্থী কমে গেছে। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে ছাত্র সংখ্যা ১ লাখ ৫৩ হাজার ১৫২ এবং ১ লাখ ৩৮ ৪১৪ জন ছাত্রী। ইবতেদায়িতে কমেছে ৮ হাজার ১৪৯ জন। সারা দেশে ৭ হাজার ২৭৯টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বাইরে ১২টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

কমেছে ১ লাখ ৩৬ হাজার

পরীক্ষা শুরু ১৯ নভেম্বর

অনিয়ম-দুর্নীতি ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা

সরকার যতদিন চাইবে, ততদিন এই পরীক্ষা চলবে

পরীক্ষার রুটিন : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৯ নভেম্বর ইংরেজি, ২০ নভেম্বর বাংলা, ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ২২ নভেম্বর প্রাথমিক বিজ্ঞান, ২৩ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ২৬ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৯ নভেম্বর ইংরেজি, ২০ নভেম্বর বাংলা, ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান, ২২ নভেম্বর আরবি, ২৩ নভেম্বর কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং ২৬ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।